চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যমেয়াদি রাজস্ব আহরণ ও রাজস্ব আহরণের দৃশ্যকল্প

ভূমিকা

৪.১ বাংলাদেশের মত বিনিয়োগ-প্রত্যাশী দেশের জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের পরিধি সম্প্রসারণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের গুরুত্বের পাশাপাশি বিনিয়োগ ও আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজস্ব পরিধি (fiscal space) বাড়ানোর পথে যে সব চ্যালেঞ্জ আছে সে বিষয়ে বাংলাদেশ সচেতন। রাজস্ব আহরণের দক্ষতা সরকারের ব্যয় পরিকল্পনা ও মানসম্পন্ন সরকারি সেবা প্রদানকে প্রভাবিত করে। তাই রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া জরুরি। একই সাথে প্রয়োজন সরকারি ব্যয়, অর্থায়ন ও ঋণের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

৪.২ এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে সরকারের রাজস্ব আহরণের সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের। অধ্যায়ের শুরুতে সামগ্রিক রাজস্ব আহরণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তারপর নজর দেয়া হয়েছে রাজস্ব আহরণের বিভিন্ন খাত যথা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভুত রাজস্বে বিগত সময়ে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার দিকে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চলমান সংস্কার কার্যক্রম রাজস্ব আদায়ে কি প্রভাব ফেলেছে তা অনুধাবনের জন্য সাম্প্রতিক সময়ের রাজস্ব আদায়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, মধ্যমেয়াদি রাজস্ব পূর্বাভাস, মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কৌশল এবং রাজস্ব প্রশাসনে নেয়া বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষাংশে আলোকপাত করা হয়েছে অর্থায়ন ও ঋণ ধারণক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ।

রাজস্ব আহরণের গতিপ্রকৃতি

সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ

৪.৩ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিচক্ষণতার সাথে বাজেট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পাশাপাশি রাজস্বের প্রকৃত আহরণ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে বিশেষ অবদান রেখেছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে (সারণি ৪.১)।

৪.৪ রাজস্ব আহরণের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৬ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৩.৩ শতাংশ ও ১২.৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের পর রাজস্ব আহরণে যে উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে কর ও রাজস্ব প্রশাসনে নেয়া বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে। অন্যদিকে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির যে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হয়েছে পণ্য আমদানি হ্রাসের এবং জাতীয় নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময়ে অস্থিরতার কারণে। অধিকন্তু,

মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি খাত থেকে রাজস্বের পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার হিসেবে হ্রাস পেয়েছে। এতদ্‌সত্বেও, বাংলাদেশে রাজস্ব আহরণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে যাতে অধিকতর কর প্রদানের বিষয়টি (compliance) নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজস্ব কাঠামোতেও রাজস্ব আহরণ আরো বাড়ানো সম্ভব।

সারণি ৪.১. গত পাঁচ বছরের রাজস্ব আহরণ (বিলিয়ন টাকায়)

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
মূল বাজেট অনুযায়ী রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা	৬৯৩.৮	৭৯৪.৬	৯২৮.৫	১১৮৩.৯	১৩৯৬.৭
সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা	৬৯১.৮	৭৯৪.৮	৯৫১.৯	১১৪৮.৯	১৩৯৬.৭
প্রকৃত রাজস্ব আহরণ	৬৪৫.৭	৭৫৯.৩	৯২৯.৯	১১৪৬.৯	১২৮৮.৩
পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%)	৮.৬	১৭.৬	২২.৫	২৩.৩	১২.৩
মূল বাজেটে জিডিপি'র অংশ হিসেবে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা (%)	১১.৩	১১.৪	১১.৭	১২.৯	১৩.৫
সংশোধিত বাজেটে জিডিপি'র অংশ হিসেবে সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা (%)	১১.৩	১১.৪	১১.৯	১২.৫	১৩.৫
জিডিপি'র অংশ হিসেবে রাজস্ব আদায় (প্রকৃত) (%)	১০.৫	১০.৯	১১.৭	১২.৫	১২.৪
জিডিপি (ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬)	৬১৪৮	৬৯৪৩.২	৭৯৬৭	৯১৮১.৪	১০৩৮০

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

চিত্র ৪.১.রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় %)

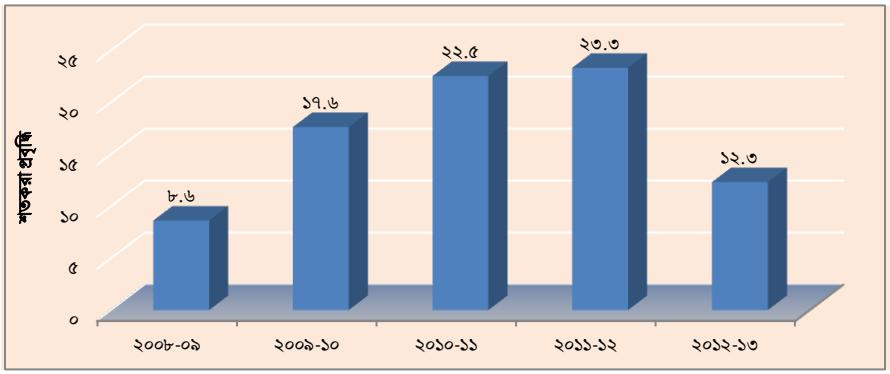

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

রাজস্ব আহরণের গতিধারা ও এর গঠন

৪.৫ বাংলাদেশে রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে-এনবিআর কর রাজস্ব, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভুত রাজস্ব। মোট রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের অবদানই বৃহত্তম। আর এই রাজস্বের অবদান ক্রমান্বয়েই বাড়ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কর-রাজস্ব ও জিডিপি'র অনুপাত ৮.৬ শতাংশ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ১০.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে জিডিপি'র

শতাংশ হিসেবে কর-রাজস্বে বৃদ্ধি-প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ২০১৩-১৪ ও এর পূর্ববর্তী অর্থবছরে কর-রাজস্ব ও জিডিপি'র অনুপাত ১০.৪ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট রাজস্বের প্রায় ৮০.২ শতাংশ এসেছে এনবিআর উৎস থেকে। অবশিষ্ট ৩.২ শতাংশ এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং ১৬..৬ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব হতে (সারণি ৪.২)। জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে ২০১১-১২ ও ১০১২-১৩ অর্থবছরে কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব এর প্রবৃদ্ধি ছিল অপরিবর্তিত। তবে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের ৯.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৫ শতাংশে (সারণি ৪.২)।

সারণি ৪.২: প্রধান প্রধান খাত থেকে রাজস্ব আদায় (বিলিয়ন টাকায়)

রাজস্ব খাত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
সর্বমোট রাজস্ব	৬৪৫.৭	৭৫৯.৩	৯২৯.৯	১১৪৬.৯	১২৮৮.৩
জিডিপি'র অংশ হিসেবে (%)	১০.৫	১০.৯	১১.৭	১২.৫	১২.৪
(এ) কর-রাজস্ব	৫২৮.৭	৬২৪.৯	৭৯৫.৫	৯৫২.৩	১০৭৪.৬
মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে (%)	৮১.৯	৮২.৩	৮৫.৫	৮৩	৮৩.৪
জিডিপি'র অংশ হিসেবে (%)	৮.৬	৯	১০	১০.৪	১০.৪
(এ-১) এনবিআর কর-রাজস্ব	৫০২.২	৫৯৭.৪	৭৬২.২	৯১৫.৯	১০৩৩.৩৯
মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে (%)	৭৭.৮	৭৮.৭	৮২	৭৯.৯	৮০.২
জিডিপি'র অংশ হিসেবে (%)	৮.২	৮.৬	৯.৬	১০	১০
(এ-২) এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	২৬.৫	২৭.৪	৩৩.২	৩৬.৩	৪১.২
মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে (%)	৪.১	৩.৬	৩.৬	৩.২	৩.২
জিডিপি'র অংশ হিসেবে (%)	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
(বি) কর বহির্ভূত রাজস্ব	১১৭	১৩৪.২	১৩৪.৫	১৯৪.৭	২১৩.৬
মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে (%)	১৮.১	১৭.৭	১৪.৫	১৭	১৬.৬
জিডিপি'র অংশ হিসেবে (%)	১.৯	১.৯	১.৭	২.১	২.১

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

চিত্র ৪.২: কর-রাজস্ব এর প্রবৃদ্ধি (পূর্বের বছরের তুলনায়)

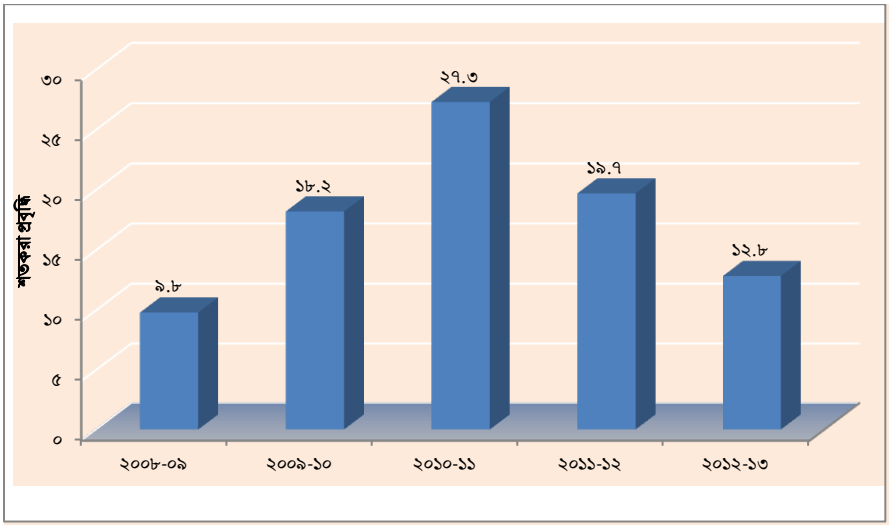

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

কর রাজস্ব

এনবিআর কর রাজস্ব

৪.৬ বিগত বছরগুলোতে জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে এনবিআর কর -রাজস্বের অনুপাত ৮.২ শতাংশ (২০০৯ অর্থবছরে) থেকে ১০.৪ শতাংশে (২০১৩ অর্থবছরে) বৃদ্ধির পরিক্রমায় এনবিআর কর রাজস্বের কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এনবিআর কর রাজস্বের গঠনে মূল্য সংযোজন করের (মূসক) অবদানই ছিল সিংহভাগ, যা মোট রাজস্বের ৩০.৫ শতাংশ। এর পরেই ছিল আয় ও মুনাফা কর (মোট রাজস্বের ২৬.৭ শতাংশ) এবং আমদানি শুল্ক (মোট রাজস্বের ১২.৬ শতাংশ)। সারণি ৪.৩ ও ৪.৪ এ বছরওয়ারি রাজস্ব আদায়ের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪.৩. কর-রাজস্বের উৎসসমূহ

রাজস্বের উৎস	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
কর-রাজস্ব	৫২৮.৭	৬২৪.৮	৭৯৫.৫	৯৫২.৩	১০৭**৪.৫**
এনবিআর কর-রাজস্ব	৫০২.২	৫৯৭.৪	৭৬২.২	৯১৫.৯	১০৩৩.৪
আয় ও মুনাফা কর	১৩৪.৩	১৬২.৪	২১৯.৬	২৮১.৬	৩৪৪
আমদানি শুল্ক	৮৪.৪	৮৮.৭	১০৭.৬	১১৯.৮	১২৬.৩
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	২৭৬.৬	৩৩৮.৮	৪২৫.৯	৫০২.৬	৫৪৯.৭
অন্যান্য এনবিআর কর	৬.৮	৭.৭	৯.২	১২	১৩.৪
এনবিআর বহির্ভূত কর	২৬.৫	২৭.৪	৩৩.২	৩৬.৩	৪১.২
জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে					
কর-রাজস্ব	৮.৬	৯	১০	১০.৪	১০.৪
এনবিআর কর-রাজস্ব	৮.২	৮.৬	৯.৬	১০	১০
আয় ও মুনাফা কর	২.২	২.৩	২.৮	৩.১	৩.৩
আমদানি শুল্ক	১.৪	১.৩	১.৪	১.৩	১.২
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	৪.৫	৪.৯	৫.৩	৫.৫	৫.৩
অন্যান্য এনবিআর কর	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
এনবিআর বহির্ভূত কর	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

চিত্র ৪.৩: আয় ও মুনাফা কর এর প্রবৃদ্ধি

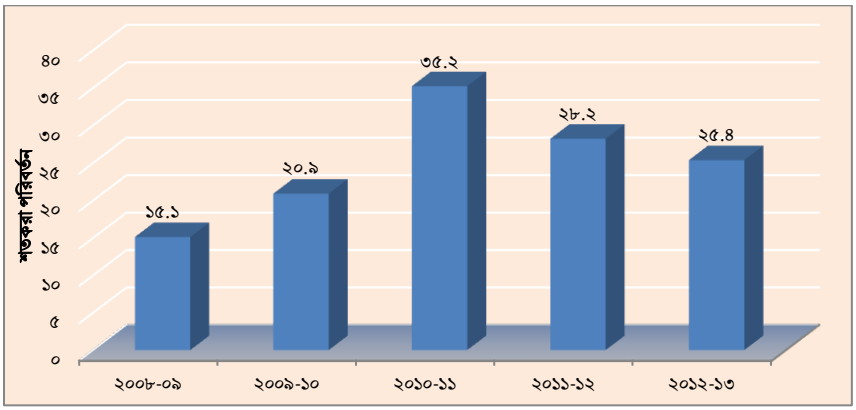

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

আয়কর ও মুনাফা কর

৪.৭ মোট কর রাজস্বের মধ্যে আয়কর ও মুনাফা কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের উর্ধ্বমূখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ২৫.৪ শতাংশ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়কর ও মুনাফা কর থেকে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ২০০৯-১০ অর্থ বছরের পর থেকে কিছুটা হ্রাস পেলেও, এনবিআর কর-রাজস্বে এ খাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট এনবিআর কর–রাজস্বে আয়কর ও মুনাফা করের অবদান ছিল ২৬.৬ শতাংশ যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩০.৭ শতাংশে উন্নীত হয় এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৩৩.৩ শতাংশে।

মূল্য সংযোজন কর

৪.৮ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব খাতের একক বৃহত্তম উৎস হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর। সারণি ৪.৪ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের ৩১.২ শতাংশ যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছিল ৩২.৫ শতাংশে। কিন্তু ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৩০.৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাটের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাট এর পরিমাণ অনেক বেশী। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি পর্যায় ও স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাটের অনুপাত যেখানে ছিল ৫৪:৬৪, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৭:৬৩ তে। এই উপাত্ত থেকে দেশীয় উৎপাদন শিল্প ও সম্পৃক্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে চাঙ্গাভাবকেই ফুটিয়ে তোলে । গত পাঁচবছরে মূসকের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৪ শতাংশ।

সারণি ৪.৪: মূল্য সংযোজন কর কাঠামো ও গতিধারা (বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
মোট রাজস্ব	৬৪৫.৭	৭৫৯	৯২৯.৯	১১৩৭.৮	১২৮৮.৩
কর রাজস্ব	৫২৮.৭	৬২৪.৮	৭৯৫.৫	৯৫২.৩	১০৭৪.৬
ভ্যাট: আমদানি	৯১.৮	১০৬.৫	১২৩.৬	১৩৬.৪	১৪৭.১
ভ্যাট স্থানীয়	১০৯.৭	১৩৮.২	১৭৮.৩	২১৮.৭	২৪৬.৩
মোট ভ্যাট	২০১.৫	২৪৪.৭	৩০১.৯	৩৫৫.১	৩৯৩.৪
রাজস্বের শতকরা হার হিসেবে	৩১.২	৩২.২	৩২.৫	৩১	৩০.৫
কর রাজস্বের শতকরা হার হিসেবে	৩৮.১	৩৯.২	৩৮	৩৭.৩	৩৬.৬
জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে	৩.৩	৩.৫	৩.৮	৩.৯	৩.৮
প্রবৃদ্ধি: আমদানি পর্যায়ে	৮.১	১৬	১৬	১০.৪	৭.৮
প্রবৃদ্ধি: স্থানীয় পর্যায়ে	১৯.৫	২৬	২৯.১	২২.৬	১২.৬
প্রবৃদ্ধি: মোট ভ্যাট	১৪	২১.৪	২৩.৪	১৭.৬	১০.৮
ভ্যাট: (আমদানি) (% মোট ভ্যাট)	৪৫.৬	৪৩.৫	৪০.৯	৩৮.৪	৩৭.৪
ভ্যাট: (স্থানীয়) (% মোট ভ্যাট)	৫৪.৪	৫৬.৫	৫৯.১	৬১.৬	৬২.৬

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

চিত্র ৪.৪. ভ্যাট: আমদানি ও স্থানীয়

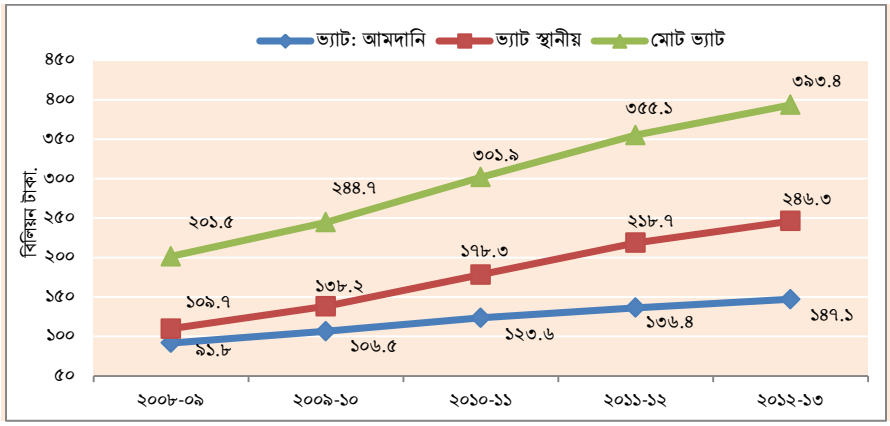

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

সম্পূরক শুল্ক

৪.৯ ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পণ্য ও সেবা থেকে আহরিত সম্পূরক শুল্ক মোট কর-রাজস্বের ১৫.২ শতাংশ। বিগত পাঁচ বছরে সম্পূরক শুল্ক আদায়ের হার গড়ে ১৬.৬ শতাংশ দাঁড়ায়। সারণি ৪.৫ এ বিভিন্ন পর্যায় থেকে গত পাঁচ বছরের সম্পূরক শুল্ক আহরণের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৫. সম্পূরক শুল্ক কাঠামো ও আদায় (বিলিয়ন টাকায়)

খাত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
সম্পূরক শুল্ক (আমদানী)	২৩.২	৩২	৪০	৪৩.৭	৪২.০১
সম্পূরক শুল্ক (অভ্যন্তরীণ)	৬১.৭	৭৫.৯	৯৭	১১৯.২	১১৯.৮৫
মোট সম্পূরক শুল্ক	৮৪.৯	১০৮	১৩৭	১৬২.৯	১৬৩.০২
মোট কর রাজস্বের শতকরা হিসাবে	১৬.১	১৭.৩	১৭.২	১৭.২	১৫.২

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

চিত্র ৪.৫.সম্পূরক শুল্ক (কর রাজস্বের %)

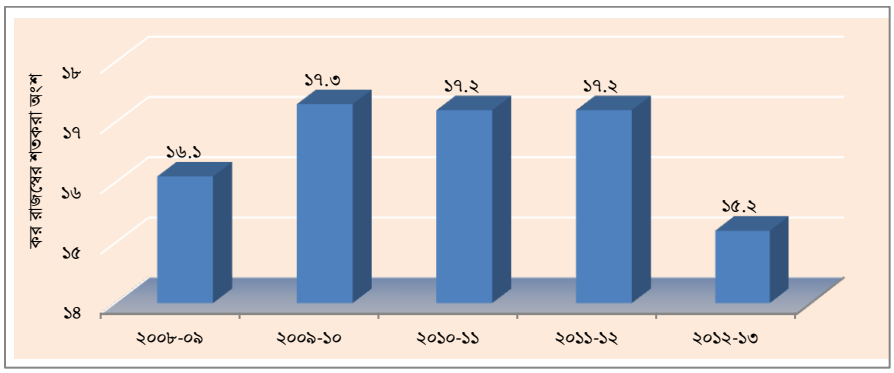

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

আমদানি শুল্ক

৪.১০ নব্বই দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশ বাণিজ্য উদারীকরণের যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, তার ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সাথে সংগতি রেখে ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের ট্যারিফ কাঠামোতে বর্তমানে মাত্র চারটি স্তর (০%, ৫%, ১০%, ২৫%) বিদ্যমান আছে। আমাদের রাজস্ব নীতি এমন একটি কর কাঠামোর দিকে অভিষ্ট যেখানে আমদানি শুল্ক নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। বাংলাদেশ ক্রমশ সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে, মোট আমদানি শুল্ক ছিল মোট এনবিআর কর–রাজস্বের ১৬.৮ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২.২ শতাংশে। আমদানির ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধি হ্রাসের প্রাথমিক কারণ হচ্ছে শুল্ক হার হ্রাস ও বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা ।

চিত্র ৪.৬.আমদানি শুল্ক (কর রাজস্বের %)

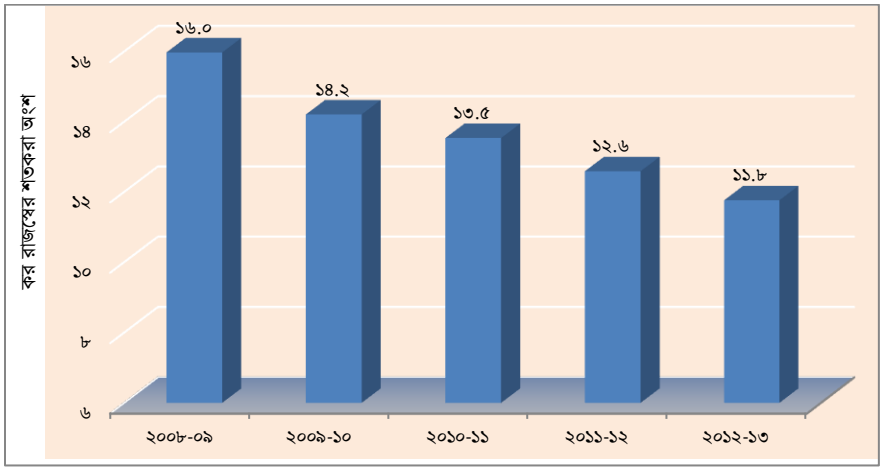

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

৪.১১ বিশ্ব শুল্ক সংস্থা [World Customs Organisation (WCO)] এর সদস্য হিসেবে ব্যবসা-বান্ধব কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে এমন শুল্ক নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করতে অংগীকারাবদ্ধ। পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস, মূল্যায়ন ও শুল্কায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডব্লিওসিও'র মানদন্ড অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফকে হালনাগাদ রাখার ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা আরো সংশোধন করা হয়েছে।

৪.১২ মোট এনবিআর কর–রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে। যদিও রাজস্বের পরিমাণে এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ পরোক্ষ করের চেয়ে কম, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা দেশের কর-কাঠামোতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন । ব্যক্তি শ্রেণীর মত কর্পোরেট আয়করের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতার জন্য রয়েছে বিভিন্ন কর হার। এক্ষেত্রে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে publicly traded companies বা পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ।

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব

৪.১৩ চারটি উৎস থেকে সংগৃহীত হচ্ছে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব। এগুলো হচ্ছে- নারকোটিক্স ও লিকোর, যানবাহন কর, ভূমি কর এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প। সারণি ৪.৩ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব মোটামুটিভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর বহির্ভূত রাজস্ব

৪.১৪ বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গড়ে মোট রাজস্বের প্রায় ১৬.৮ শতাংশ এসেছে কর বহির্ভূত রাজস্ব (Non- Tax Revenue) থেকে। রাজস্বের অন্যান্য খাতের তুলনায় কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন নিয়মিত ধারা লক্ষ্য করা যায়নি। ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৪.৭ শতাংশের উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র ০.২ শতাংশ; আবার ২০১১-১২ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৪.৮ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে এনটিআর খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৭ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে সুউচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের (টু-জি) মোবাইল ফোন অপারেটরদের কাছ থেকে পাওয়া লাইসেন্স নবায়ন ফি ।

৪.১৫ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি উপখাত ব্যতীত অন্যান্য সকল উপখাতসমূহে ২০১১-১২ অর্বছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ধনাত্বক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের মত ২০১২-১৩ অর্থবছরে মুনাফা ও লভ্যাংশ খাতে প্রায় দ্বিগুণ (৮৮ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কর বহির্ভূত রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত প্রশাসনিক ফি খাতে ২০১১-১২ অর্থবছরে বৃদ্ধির হারছিল৩৫.৮ শতাংশ যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ২.২ শতাংশ হয়েছে। অর্থবিভাগ কর বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান রেট ও ফি'র হার পূনঃনির্ধারণ এবং এনটিআর গাইডলাইন ও ডাটাবেস তৈরির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে এ খাত হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সারণি ৪.৬.কর-বহির্ভূত রাজস্বের কাঠামো ও আদায় (বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
মুনাফা ও লভ্যাংশ	৩০.৯	২১.৩	১৪.৩	২৫.৩	৪৭.৫৮
প্রবৃদ্ধি (%)	৪৬.৪	-৩১.১	-৩২.৯	৭৭	৮৮
সুদ	৪.৭	৫	৫.৭	৪.৭	৬.১৩
প্রশাসনিক ফি	১৬.৭	১৮.৫	২২.৯	৩১.১	৩১.৭৭
প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৯.৬	১৯	১৩.৬	২৪.৪	৯.৭
রেলওয়ে	৬.৪	৫.৮	৬.১	৬.২	৭.৭
ডাক	১.৭	২.৪	২.২	২.৪	২.৪
টিএন্ডটি	০.১	০	-	-	-
বিটিআরসি	১৬.৫	৩১.৬	২৬.৯	-	-
অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব এবং প্রাপ্তি	৪৬.৬	৬২.২	৬৯.৭	৭৯	৭৯.৭
মোট কর বহির্ভূত রাজস্ব	১১৭	১৩৪.২	১৩৪.৫	১৯৪.৭	২০৬.৭
মোট রাজস্বের শতকরা হার হিসেবে	১৮.১	১৭.৭	১৪.৫	১৭	১৬
কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি	৩.২	১৪.৭	০.২	৪৪.৮	৬.২

উৎস: এনবিআর

২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত রাজস্ব পরিস্থিতি

৪.১৬ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬৭৪.৬ বিলিয়ন টাকা যার বিপরীতে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৯৮৫ বিলিয়ন টাকা (মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৫.৬%)। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়, এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্বের অংশ যথাক্রমে ১২৫০ বিলিয়ন, ৫১.৭ বিলিয়ন ও ২৬৪.৯ বিলিয়ন টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের (মার্চ পর্যন্ত) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রাজস্ব আহরণ ১২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা চলতি অর্থবছরে (মার্চ পর্যন্ত) ৭.৬ শতাংশ হয়েছে।

৪.১৭ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে মূসক এর ক্ষেত্রে ৮.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে; চলমান সংস্কার কার্যক্রমের ফলে এই প্রবৃদ্ধি অর্জত হয়েছে। কিন্তু আমদানি খাত থেকে রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি। সামগ্রিকভাবে অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে এনবি আর কর রাজস্ব সংগ্রহ গত অর্থবছরের তুলনায় ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; গত বছরের একই সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণে (৮.০) শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে কর বহির্ভূত (এনটিআর) আদায় হয়েছে মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.৭ শতাংশ। সারণি ৪.৭ এ রাজস্ব আহরণের সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৭ রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		জুলাই-মার্চ		২০১৩-১৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে (%)
	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	
মোট রাজস্ব	১৩৯৬৭০ |১৩.৫|	১২৮৮৩০ |১২.৫|	১৬৭৪৬০ |১৩.৪|	১৫৬৬৭০ [১৩.৩]	৯১৬০৮ (১২.৪)	৯৮৫৩২ (৭.৬)	৬২.৯
কর রাজস্ব	১১৬৮২৪ |১১.৩ |	১০৭৪৬০ |১০.৪|	১৪১২২০ |১১.৯ |	১৩০১৭৬ [১১.০]	৭৫২০৮ (১৪.৩)	৮০৩৮৬ (৬.৯)	৬১.৮
এনবিআর	১১২২৫৯	১০৩৩৪০ |১০.০|	১৩৬০৯০ |১০.৪|	১২৫০০০ [১০.৬]	৭২৩০৮ **(১৫.০)**	৭৯২৫১ **(৮.৩৪)**	৬৩.৪
আয় ও মুনাফা কর	৩৫৩০০	৩৪৪০২	৪৮৩০০	৪৪৩৭০	২৩৫১৯ (২৫.০)	২৫১৭৯ (৭.০)	৫৬.৭
আমদানি শুল্ক	১৪৫২৮	১২৬৩০	১৪৬২৯	১৩৪৩৩	৯২৫২ (০.২)	৯৩২৪ (০.৭)	৬৯.১
মূসক	৪০৪৬৬	৩৮৬৬৪	৪৯৯৫৬	৪৫৮৭৬	২৮০৭৩ (১৫.০)	৩০৪৬৬ (৮.৫)	৬৬.৪
সম্পূরক শুল্ক	১৯৯৬৯	১৬৩০১	১৯৯৬৯	২০৭৯২	১১৭৫৫	১২৮৬১ (৯.৪)	৬১.৮
অন্যান্য	১৯৯৬	১৩৯৮	২০০০	১৬৬৫	১১০৪	১২৩৫	৭৪.২
এনবিআর বহির্ভূত	৪৫৬৫ [০.৪]	৪১২১ |০.৪|	৫১৩০ |০.৪|	৫১৭৭ [০.৪]	২৮৯৯ **(১৩.৯)**	৩১৩২ **(৮.০)**	৬৩.৫
কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	২২৮৪৬ **[২.২]**	২০৬৭৪ |২.১|	২৬২৪০ |২.২|	২৬৪৯৩ [২.২]	১৬৪০০ **(৪.৫)**	১৮১৪৫ **(১০.৬)**	৬৮.৭

উৎস: এনবিআর

মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কৌশল

৪.১৮ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা এবং অবকাঠামো বিনির্মানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা জরুরী। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজস্ব আহরণ দক্ষতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর গড় অনুপাতের কাছাকাছি। অব্যাহত উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের অনস্বীকার্য গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার রাজস্ব প্রশাসনে প্রয়োজনীয় আইনী ও কাঠামোগত সংস্কারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে; এসব সংস্কার কার্যক্রমের অনেকগুলো ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অন্যগুলো বাস্তবায়নাধীন আছে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম

৪.১৯ রাজস্ব নীতি ও প্রশাসনে অনেকগুলো অর্থবহ সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর-জিডিপি হারকে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় আনাকে সরকার পূর্বেই মতই অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছে। রাজস্ব প্রশাসনে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কিছু সংস্কার কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- আয়কর, শুল্ক ও মূসকের জন্য একক পরিচিতি হিসেবে e-TIN এর ব্যবহার; এর ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত করসেবা প্রদানের পাশাপাশি কর ফাঁকি রোধ করা সম্ভব হবে
- নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য ভান্ডারের সাথে অন-লাইনে তথ্য যাচাই করে অন-লাইনে TIN নিবন্ধন প্রদান
- জানুয়ারি ২০১৫ ও জুলাই ২০১৫ এর মধ্য যথাক্রমে অন-লাইনে মূসক নিবন্ধন প্রদান ও রিটার্ণ দাখিলের সুবিধা
- ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ও প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে আয়কর, শুল্ক ও মূসক পরিশোধের সুযোগ প্রবর্তন
- আয়করের জন্য সীমিত আকারে ই-ফাইলিং এর সুবিধা চালু হয়েছে
- উৎসে কর কর্তনের সুবিধার জন্য e-TDS (Electronic Tax Deduction Source) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে
- রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাজট নিরসনের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চলমান আছে
- আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর দলিলপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিফান্ড প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
- কাগজবিহীন শুল্ক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান শুল্ক স্টেশনে ASYCUDA World প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে
- রাজস্ব প্রশাসনে নতুন জনবল নিয়োগ, রাজস্ব প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪.২০ সংস্কার কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বহুবিধ। যদিও উদ্দেশ্যসমূহের মূলে আছে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে রাজস্ব আহরণ, সরকার করদাতাদের জন্য সেবামুখী একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কর প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কর আইনে রাজস্ব কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করার মত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি করসেবা বিস্তৃত করার জন্য কর-প্রশাসনকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন পরিকল্পনার (Modernization Plan 2011–2016) ভিত্তিতে বিভিন্ন সংস্কার কর্মকান্ড বাস্তবায়ন চলমান আছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও দক্ষ লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন কর অনুবিভাগে চলমান অটোমেশন কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভ্যাট আইন ২০১২

৪.২১ মূল্য ও সংযোজন করের সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২০১৫ এর জুলাই হতে Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012' এর কার্যকরহবে। তা'ছাড়া'Value Added Tax and Supplementary Rule, 2013' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে নতুন মূসক আইন সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কতিপয় সংস্কার কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হ'ল।

বক্স ৪.১: রাজস্ব খাতের কতিপয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

- ২০১৩ অর্থবছরের অর্থ বিলে কর রেয়াত ও কর (যা জিডিপি'র প্রায় ০.৩%) অব্যাহতি বাদ দেয়া হয়েছে
- ভ্যাট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সময় সূচি এবং এনবিআর-এর নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুমোদিত
- স্বয়ংক্রীয়ভাবে TIN প্রদান করা হচ্ছে ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে
- ভ্যাট এর জন্য স্বয়ংক্রীয় কর পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে 'VAT & Supplementary Duty Act, 2012 Implementation Project' এর আওতায় ভেন্ডর নির্বাচন করা হবে । প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে অনুমোদিত এবং মন্ত্রিপরিষদ ক্রয় কমিটি এর নিকট উপস্থাপন করা হবে।

মধ্যমেয়াদি রাজস্ব আহরণের দৃশ্যকল্প

৪.২২ মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস মতে, সর্বমোট রাজস্ব আহরণ চলতি অর্থবছরের ১৫৬৬.৭ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ অর্থবছরে ২৫২৫.৫ বিলিয়ন টাকা দাঁড়াবে। গড়েএ বৃদ্ধির হার প্রায় ১৭.২ শতাংশ । একইভাবে, মোট রাজস্ব ২০০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। কর-রাজস্ব একই ধারায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপির ১১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মধ্যমেয়াদে ১২.৪ শতাংশ দাঁড়াবে (সারণি ৪.৮)। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত

সংস্কারমূলক পদক্ষেপ মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকলে এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কর প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৪.২৩ মূলধন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও ভোগ্য পণ্য-এর আমদানি এর স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে আমদানি প্রবৃদ্ধি দৃঢ় রাখতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ অনুমানের উপর ভিত্তি করে মধ্যমেয়াদে আমদানি শুল্ক এর প্রবৃদ্ধি ধারাবহিকভাবে বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।এ সময়ে আমদানি শুল্ক জিডিপির ১.৩ শতাংশ এর মধ্যে রাখা যাবে আশা করা যায়।

সারণি ৪.৮. মধ্যমেয়াদে রাজস্ব প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকায়)

	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ বাজেট	২০১৩-১৪ সংশোধিত	২০১৪-১৫ বাজেট	২০১৫-১৬ প্রক্ষেপণ	২০১৬-১৭ প্রক্ষেপণ
মোট রাজস্ব	১১৩৭.৮	১২৮৮.৩	১৬৭৪.৬	১৫৬৬.৭	১৮২৯.৩	২১৬৪.৭	২৫২৫.৫
কর রাজস্ব	৯৫২.৩	১০৭৪.৬	১৪১২.২	১৩০১.৮	১৫৫২.৭	১৮৩০.৪	২১৪৫.৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৯১৬.৯	১০৩৩.৪	১৩৬০.৯	১২৫০	১৪৯৭.২	১৭৬৫.১	২০৭১.৪
আয় ও মুনাফার ওপর কর	২৮১.৬	৩৫৩	৪৮৩	৪৫১.১	৫১০.৬	৫৮৭	৭৩৫.৫
আমদানি শুল্ক	১১৯.৮	১৪৫.৩	১৪৬.৩	১৩৩.১	১৬৮.৩	১৯৫.২	২১৯.২
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	৫০৩.৩	৬০৪.৪	৭০৮.১	৬৪৪.৪	৮০৩.৬	৯৬৬.২	১০৯৭.৭
অন্যান্য এনবিআর কর	১১.২৯	২০	২৩.৬	২১.৪৩	১৪.৭	১৬.৭	১৯.৬
এনবিআর বহির্ভূত কর	৩৬.৩	৪১.২	৫১.৩	৫১.৮	৫৫.৫	৬৫.৩	৭৪.৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৮৫.৫	২১৩.৭	২৬২.৪	২৬৪.৯	২৭৬.৬	৩৩৪.৩	৩৭৯.৯
জিডিপি'র শতকরা অংশে							
মোট রাজস্ব	১২.৪	১২.৪	১৪.১	১৩.৩	১৩.৭	১৪.২	১৪.৬
কর রাজস্ব	১০.৪	১০.৪	১১.৯	১১	১১.৬	১২.০	১২.৪
এনবিআর কর রাজস্ব	১০	১০	১১.৪	১০.৬	১১.২	১১.৬	১২.০
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৩.১	৩.৩	৪.১	৩.৮	৩.৮	৩.৯	৪.৩
আমদানি শুল্ক	১.৩	১.২	১.২	১.১	১.৩	১.৩	১.৩
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	৫.৫	৫.৩	৬	৫.৫	৬.০	৬.৪	৬.৪
অন্যান্য এনবিআর কর	০.১	০.১	০.২	০.২	০.১	০.১	০.১
এনবিআর বহির্ভূত কর	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২	২.১	২.২	২.২	২.১	২.২	২.২

উৎস: অর্থ বিভাগ, এনবিআর

৪.২৪ অধিকন্তু, ভ্যাট আইন, কর ভিত্তির বিস্তার ও কর-জালের আওতা সম্প্রসারণ ইত্যাদি সহ কর কাঠামো ও কর প্রশাসনে এর চলমান অন্যান্য সংস্কারমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। ২০১৪-১৭ সময়ে মূসক বরাবরের ন্যায় রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিরাজ করবে। পক্ষান্তরে, বিলাসদ্রব্য ও অনাকাঙ্খিত পণ্য ও সেবার আমদানি রোধ কল্পে সম্পূরক শুল্ক আরোপ সরকারের অপর একটি প্রচেষ্টা। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি ২০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৬৪৪.৩৬ বিলিয়ন টাকা হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২৮০.৭ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে। অপরদিকে, জিডিপির অনুপাতে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক চলতি অর্থবছরের ৫.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মধ্য-মেয়াদে

৭.২ শতাংশ হবে। মোট রাজস্ব আহরণে মূসকের পরেই অবদান রেখেছে আয় ও মুনাফা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৩.৮ শতাংশ (জিডিপি'র শতকরা অংশে) হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৪.২৫ এনবিআর-বহির্ভূত কর ও এনটিআর যথাক্রমে জিডিপি'র ০.৪ শতাংশে ও ২.২ শতাংশে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

অর্থায়ন

৪.২৬ সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থায় আয় ও ব্যায়ের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা তথা বাজেট ঘাটতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার বদ্ধ পরিকর এবং সে লক্ষ্যে সুবিবেচনা প্রসূত রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন করছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদান দ্বারা বাজেট ঘাটতি মেটানো হয়। মধ্য-মেয়াদি বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন সারণি ৪.৯ এ উপস্থাপন করা হলো। সার্বিক বাজেট ঘাটতি ২০১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ ছিল যা এর পূর্বের বছরে ৩.৯ শতাংশ ছিল। ২০১৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি অভ্যন্তরীণ উৎস (৩.১%) ও বৈদেশিক উৎস (১.২%) হতে অর্থায়ন করা হয়েছে।

৪.২৭ মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিএমএফ) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের ৪.৪ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মধ্যমেয়াদে ৫.০ শতাংশ দাঁড়াবে। অপর দিকে, মধ্য-মেয়াদে অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন যথাক্রমে জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ ও ১.৮ শতাংশ হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অধিকন্তু, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ৪.৯. বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন (বিলিয়ন টাকা)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
	প্রকৃত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
মোট অর্থায়ন	৩৬১.৪	৪৫৪.৫	৫৫০.৩	৫৯৫.৫	৬৬৫.৬	৭৫২.৫	৮৬১.৭
জিডিপি'র শতাংশ	৩.৯	৪.৪	৪.৬	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	৫৯.৬	১২৮.২	২১০.৭	১৮৫.৭	২৪২.২	২৬৮.৫	৩০৩.২
জিডিপি'র শতাংশ	০.৬	১.২	১.৮	১.৬	১.৮	১.৮	১.৮
ঋণ	৮২.৯	১৩২.৯	২৩৭.৩	২১০.৬	২৬৩.২	৩০৩.৯	৩৪৫.৫
অনুদান	৩৫.৬	৬৬	৬৬.৭	৫৯.৬	৬২.৫	৭৮.৭	৮৭.৭
ঋণ পরিশোধ	৫৮.৯	৭০.৭	৯৩.৩	৮৪.৫	৮৩.৫	১১৪.২	১৩০.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩০১.৮	৩২৫.৭	৩৩৯.৬	৪০৯.৮	৪১৮.৭	৪৮৪.৩	৫৫৮.৯
জিডিপি'র শতাংশ	৩.৩	৩.১	২.৯	৩.৫	৩.১	৩.২	৩.২
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ	২৭১.৯	২৭৪.৩	২৫৯.৯	২৯৯.৮	২৯৮.১	৩৫৩.৫	৩৮৭.৭
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস-থেকে ঋণ	২৯.৯	৫১.৪	৭৯.৭	১১০.০	১২০.৬	১৩০.৮	১৭১.২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৪.৭.অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ (জিডিপি'র %)

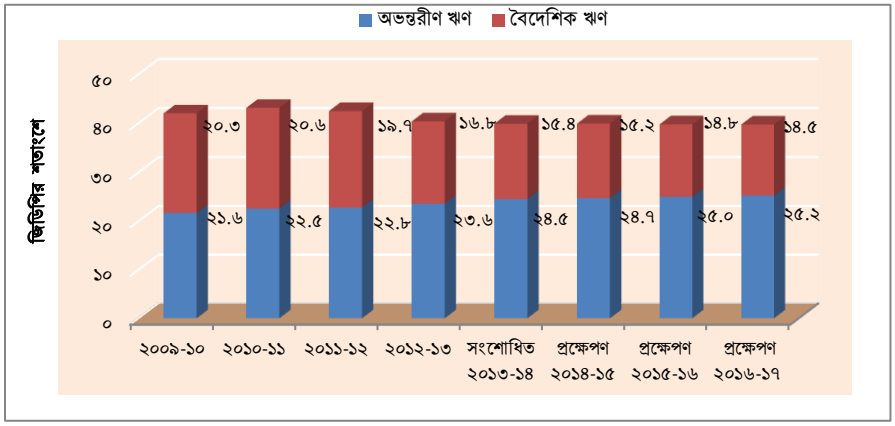

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ঋণ ধারণক্ষমতা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪.২৮ ঋণের ধারণক্ষমতা বলতে সরকারের বাজেট আয়-ব্যয় এর গতি প্রকৃতিতে বড় রকমের পরিবর্তন না এনে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাকে বুঝায়। কতিপয় নিয়ামক ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা নিরুপণ করা হয়। এর মধ্যে জিডিপি'র শতকরা হারে রপ্তানি এবং ঋণের স্থিতির অনুপাত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণের ধারণক্ষমতা পরিমাপের ক্ষেত্রে জিডিপি'র শতকরা হারে ঋণের স্থিতির অনুপাত বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।

৪.২৯ উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উভয়ই বিচক্ষণ ঋণ ব্যবস্থাপনা ও ঋণের ধারণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য অতি মাত্রায় ঋণ গ্রহণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বিধায় ঋণ ব্যবস্থাপনা ও ঋণ ধারণ ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ গ্রহণ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের ব্যয় অধিক হওয়ায় ঋণ গ্রহণ কৌশলে বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। বিশেষ করে, দ্বি-পাক্ষিকও বহুপাক্ষিক অর্থায়ন উৎস হতে সহজ শর্তে ঋণ অনুসন্ধানকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি প্রতিযোগিতামূলক ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ঋণ ব্যবস্থাপনায় এ বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক। ব্যংক ও ব্যাংক বহির্ভূত উভয় উৎস হতে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যেন অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণ ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত না করে।

৪.৩০ ২০১২-১৩ অর্থবছরের সরকারি ঋণ জিডিপি'র ৪০.৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৩৯.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মাত্রার চেয়ে অনেকাংশে কম। অধিকন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে জিডিপি'র শতকরা হারে ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ঋণে-জিডিপি'র অনুপাতের এ নিম্নমুখী গতিধারা মধ্যমেয়াদে বিরাজ করবে আশা করা যায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট সরকারি ঋণ জিডিপি'র ৩৯.৭ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

৪.৩১ সরকারের ঋণ গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ প্রাপ্তি এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের বাজার সৃষ্টি-এর লক্ষ্যে 'মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (এমটিডিএস)' এর খসড়া প্রণীত হয়েছে।পাশাপাশি সভরেণ গ্যারান্টি এর জন্য Operational Guideline প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।বর্তমানে সহজ শর্তের ঋণের অপ্রতুলতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার ডায়াস্পোরা বন্ডকে অরো আকর্ষণীয় করে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ঋণের ব্যয়

৪.৩২ বাংলাদেশের ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলে সর্বদাই ঋণের ব্যয় হ্রাসের বিষয়টিকে প্রধান্য দেয়া হয়ে থাকে যা ঋণের মাত্রা সস্তিদায়ক অবস্থায় রাখতে ভূমিকা রাখবে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খাতের সম্ভাব্য অভিঘাত হতে রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তা'ছাড়া, ঋণ ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়নের কাজ চলছে যা ঋণের ব্যয়কে গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে রাখতে সহায়ক হবে।

৪.৩৩ ঐতিহাসিকভাবে অধিক পরিমাণ সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণের কারণে বাংলাদেশের ঋণ ব্যয় তুলনামূলক কম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। সুদ বাবদ ব্যয় মোট ঋণের পরিমাণ, নতুনভাবে গৃহীত ঋণ ও সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ ব্যয়ের তুলনায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.৩৪ যদিও সম্প্রতি বছরগুলোতে ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রত্যাশা করা হচ্ছে মধ্যমেয়াদে এর হার ২.৩ শতাংশ থাকবে (সারণি ৪.৯)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে জিডিপি'র শতকরা অংশে মোট সুদ এর হার ২.০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়; তবে সংশোধিত বাজেটে এ হার ২.৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অপর দিকে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের ১২.৩ শতাংশ ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় হয়েছে । ঋণের সুদ বাবদ এ ব্যয় ২০১৬-১৭ অর্থবছর নাগাদ ১১.৯ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমিত হচ্ছে। মোট রাজস্বের শতকরা অংশ ঋণের সুদ বাবদ ব্যয়ও এ সময়ে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। চলমান সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

সারণি ৪.১০. ঋণের ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)

	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ বাজেট	২০১৩-১৪ সংশোধিত	২০১৪-১৫ বাজেট	২০১৫-১৬ প্রক্ষেপণ	২০১৬-১৭ প্রক্ষেপণ
মোটসুদ পরিশোধ	২৩৩.০	২৭৭.৪	২৬৬.৫	৩০৮.১	৩৪৯.৫	৩৯৭.২
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	২২৫.১	২১৬	২৪৯.৬	২৮১.৩	৩১৯.১	৩৬২.৬
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৪.৯	১৭.৪	১৬.৯	২৬.৮	৩০.৪	৩৪.৫
সুদ পরিশোধ (জিডিপি'র শতাংশ)	২.২	২	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩
সুদ পরিশোধ (মোট রাজস্বের শতাংশ)	১৮.১	১৩.৯	১৭.৭	১৭.১	১৬.৫	১৬
সুদ পরিশোধ (মোট ব্যয়ের শতাংশ)	১৩.৪	১২.৫	১২.৩	১২.৫	১২.২	১১.৯

উৎস: অর্থ বিভাগ

প্রচ্ছন্ন দায়

৪.৩৫ প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদানের ফলে ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এমন দায়ের ঝুকিঁ নির্ণয় এবং আর্থ-ব্যবস্থাপনায় এর সম্ভাব্য প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশে সভরেন গ্যারান্টি ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টি হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে (সারণি ৪.১১) (যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক ইত্যাদি) এ সকল গ্যারান্টি কার্যকর (invoke) হলে সরকারের সম্পদের ওপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দাবী আসার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ জন্য প্রচ্ছন্ন দায়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এমন ঝুঁকির ব্যপারে সরকার সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম এর উন্নয়ন সাধন করেছে। তাছাড়া সরকার প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৪.৩৬ চলতি অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত মোট প্রচ্ছন্ন দায় গত বছরের তুলনায় ৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৬৬৮৮১.৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৫২.৬ শতাংশ গ্যারান্টি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর জ্বালানি আমদানির দায়ের বিপরীতে সৃষ্ট। এর পরেই দায় রয়েছে বাংলাদেশ বিমান (৮.১%) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (৭.৯%) ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (৪.৬%) (সারণি ৪.১১)। বিপিসি'র বিপরীতে দায় গত বছরের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ ও বাংলাদেশ বিমানের বিপরীতে দায় ৩৫.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৩৭ জিডিপি'র শতকরা অংশে (মে ২০১৪ পর্যন্ত) সরকারের প্রচ্ছন্ন দায় ৫.৬ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ৬.৬ শতাংশ ও ২০১২ তে ৭.০ শতাংশ ছিল (সারণি ৪.১১)। অনুরুপভাবে, এ সময়ে মোট বাজেটের শতকরা অংশে প্রচ্ছন্ন দায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের ৫৩.৮ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৪২.৬ শতাংশ হয়েছে ।

৪.৩৮ উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও পরিচালন দক্ষতার অভাব ঋণ পরিশোধের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কাজেই রাজস্ব খাতে ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এমন সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায়ে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বৃদ্ধির বিষয় সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে।

রাজস্ব নীতির প্রতিবন্ধকতাসমূহ

৪.৩৯ বাংলাদেশ রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলে রাজস্ব কাঠামোর সচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এরূপ কতিপয় প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ এর বিষয়ে অধ্যায় পাঁচ-এ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রতিবন্ধকতা করা উল্লেখ হ'ল:

- ❖ নতুন ভ্যাট আইন এর সঠিক বাস্তবায়ন
- ❖ রাজস্ব-জিডিপি এর অনুপাত বৃদ্ধি মূলত: কর-ভিত্তি এর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কর এর ভিত্তি সম্প্রসারণ ও কর আহরণ বড় রকমের একটি চ্যালেঞ্জিং ক্ষেত্র

- যেহেতু বিগত বছরগুলোতে সরকারের মোট ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (যেমন- ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৬.২ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি), বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প (রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে) এর সময়ানুগ বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি আবশ্যক
- জিডিপি'র শতকরা অংশে সুদ পরিশোধের পরিমাণ বর্তমানে ২.২ শতাংশ যা সরকারি কর্মচারিদের জন্য বরাদ্দকৃত বেতন ও ভাতাদির সমান। এ ব্যয়বহুল ঋণ গ্রহণও উদ্বেগের বিষয়
- এনটিআর সংশোধন এবং সংশোধিত এনটিআর হার বাস্তবায়নও একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

সারণি ৪.১১.বিভিন্ন সংস্থার প্রচ্ছন্ন দায় ২০১২-১৪ (কোটি টাকায়)

সংস্থা	জুন ২০১২ পর্যন্ত	মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের শতকরা অংশ	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরিবর্তন (%)	মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত	মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের শতকরা অংশ	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরিবর্তন (%)	মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত	মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের শতকরা অংশ	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরিবর্তন (%)
জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ	২৫৯১.৩	৪.০	০.০	১০০৯.৬	১.৫	-৬১.০	১০০৯.৬	১.৪	০
বাংলাদেশ রেলওয়ে	১০৩.৬	০.২	০.০	১০৩.৬	০.১৫	০	১০৩.৬	০.১	০
বিআইডব্লিউটিসি	৭০০.০	১.১	০.০	৭০০.০	১.০১	০	৭০০	১.০	০
বিটিটিবি	২১০০.০	৩.৩	০.০	২,১০০.০	৩.০২৯	০	২১০০.০	২.৯	০
বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক	৫১৫৫.৩	৮.০	-৭.৫	৫৬৫৫.২	৮.১৬	৯.৭	৫৭৫৫.২	৭.৯	১.৮
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	২৭২০.১	৪.২	১৮.৩	৩০০০.১	৪.৩	১০.৩	২৯০০.১	৪.০	-৩.৩
বিসিআইসি	৫০৮০.০	৭.৯	০.০	৫০৮০.০	৭.৩	০	৬১০	০.৮	-৮৮.০
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি	৫২৬.৬	০.৮	০.০	২,৭১৬.৭	৩.৯	৪১৫.৮	৫২৬.৬	০.৭	-৮০.৬
বাংলাদেশ বিদ্যুৎউন্নয়ন বোর্ড	৭৮১.৯	১.২	০.০	৫,০৭৭.৫	৭.৩	৫৪৯.৩	৫৫৩২.৭	৭.৬	৯.০
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৩৪০১২.১	৫২.৭	১৭০.০	৩০১২০.০	৪৩.৪	-১১.৪	৩৫১৪৮	৫২.৬	১৬.৭
টিসিবি	৬৪৪.৭	১.০	২৫৪.০	৬১৩.৮	০.৮	-৪.৭	১০০.০	০.১	-৮৩.৭
আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	২০.০	০.০	০.০	২০	০.০৩	০	৪০	০.১	১০০.০
বাংলাদেশ কৃষিউন্নয়ন কর্পোরেশন	৪৫৪২.৭	৭.০	২০৭.৩	৭১৫৬.৪	১০.৩৩	৫৭.৫	৩০৭.৮	০.৪	-৯৫.৭
বাংলাদেশ পাটকলসংস্থা	১১৩৭.৫	১.৮	০.০	১১৩৭.৫	১.৬৪	০.০০	১১৩৭.৫	১.৬	০.০
বাংলাদেশ বিমান	৩৮৩৮.১	৫.৯	৩৮৩.৯	৪৩৫৩.১	৬.২৮১	১৩.৪১	৫৮৯১.৬	৮.১	৩৫.৩
বাংলাদেশ চিনি ওখাদ্য শিল্প সংস্থা	৬০৮.১	০.৯	২৭.৮	৪৯৫.০	০.৭১	-১৮.৫	১১৫	০.২	-৭৬.৮
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি:							৪৯০৪.০	৬.৭	০.০
সর্বমোট	৬৪৫৬২.০		৭৭.২	৬৯৩৩৮.৭		৭.৩৯	৬৬৮৮১.৮		-৩.৫

উৎস: অর্থ বিভাগ